বিশ্বভারতী ইউনেস্কোতে

একের পাতার পর

তত্ত্বাবধানে। এতদিন যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল এএসএই। খবর সামনে আসতেই বিশ্বজুড়ে শুভেচ্ছার বার্তা। অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন স্পেনের বার্সেলোনায়। সেখানেই উদযাপনে মেতে ওঠেন।

ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন-সহ গোটা বাংলায় উৎসব, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে স্পেনের মঞ্চ হয়ে উঠল বিশ্বমঞ্চে তার উদযাপনের ক্ষেত্র। বার্সেলোনায় এদিন ছিল প্রবাসীদের মিট। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "বার্সেলোনা আমার কাছে লাকি। এখানে আসার পরই আমরা সেই খবর পেলাম।" ট্রেনে বার্সেলোনা আসতে আসতেই এই খবর পান তিনি। নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'কবির হাতে গড়ে ওঠা এই শান্তিনিকেতন প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষের ভালবাসা পেয়েছে। আমরা সরকারের তরফ থেকে গত ১২ বছর ধরে এই ভূমিকে তুলে ধরেছি। বিশ্ব সেই মহিমাকে এবার হেরিটেজের সম্মান দিল। গুরুদেবকে প্রণাম জানাই'। তার পর এদিনের অনুষ্ঠান। যেখানে রবীন্দ্রগান আর নৃত্যের সঙ্গে মিশল স্পেনীয় নৃত্য ফ্লেমিংগোর আর্ট। যার জেরে কার্যত রবীন্দ্র-স্মরণের মঞ্চ হয়ে উঠল বার্সেলোনার এই প্রবাসী মিট। স্পেনে যে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার অনুবাদ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিলেন সে কথা। মাতলেন বার্সেলোনার প্রবাসী ভারতীয়রা।

পরে বার্সেলোনার আনন্দ-মঞ্চ থেকে বলেন, "দারুণ গর্বের এই স্বীকৃতি। ইউনেস্কো তো আগেই কলকাতার দুর্গাপুজোতে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন বাংলার প্রাণের প্রিয় কবিগুরুর বিশ্বভারতী সেই সম্মান পেল।" মঞ্চে তখন বাজছে কবির গান 'আগুনের পরশমণি'। সঙ্গে বিশ্বের নানা সংস্কৃতি-ভাষাভাষির ভারতীয়দের সেখানে দেখে বলেন, "এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বাংলার কারও সঙ্গে দেখা হলে তো খুশি হইই। আর ভালবাসার জায়গা হল মাতৃভাষা। মারাঠি ভাইবোনেদের বলব, গণপতি বাপ্পা মোরিয়া। এবার ইউনেস্কো বাংলাকে 'ডেস্টিনেশন ট্যুরিজম'-এর স্বীকৃতিও দিয়েছে। আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তো বিরাট পাওনা।" শুভেচ্ছা জানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'বিশ্ববাংলার এ এক গর্বের মুহূর্ত'।

বোলপুরের প্রতিনিধি **দেব গোস্বামীর** সংযোজন : সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে এই খবর পৌঁছনোমাত্র উপাসনাগৃহে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাক্তনী, পড়ুয়া, বোলপুরের ব্যবসায়ী সমিতি, কবিগুরু হ্যান্ডিক্রাফ্টস মার্কেটের সদস্যরা আতশবাজি ফাটিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন। ইউনেস্কোর বিশ্ব হেরিটেজ তকমা যে অবশেষে বিশ্বভারতীর সঙ্গে জুড়তে চলেছে তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। রবিবার তারই ঘোষণা নতুন করে মাত্রা যোগ করল বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরম্পরায়। পৃথিবীতে এমন আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করা হয়। ১৯২১ সালে ১১৩০ একর জমিতে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫১ সালে তা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। যার প্রথম উপাচার্য কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

তবে এই স্বীকৃতির পিছনে মনমোহন সিং সরকারের প্রধান অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তৎকালীন সংস্কৃতিমন্ত্রকের সচিব বর্তমানে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার। কবির জন্মের সার্ধশতবর্ষ ছিল ২০১১ সালে। সে বছর তার উদযাপন কমিটি তৈরি করে প্রথম শান্তিনিকেতনকে হেরিটেজ ঘোষণা করার প্রস্তাব দেয় মনমোহন সরকারের এই কমিটি। যার অন্যতম সদস্য ছিলেন জহরবাবু নিজে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রকে এই সম্মান দেওয়া হবে, তা নিয়ে জটিলতায় শেষ পর্যন্ত বিষয়টি থমকে যায়। জহরবাবু জানাচ্ছেন, আশ্রম, শান্তিনিকেতন নাকি পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকাকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হবে তা নিয়েই জটিলতায় বিষয়টি থমকে যায়। সরকার বদল হলে আর কেউ এ নিয়ে উৎসাহ দেখায়নি। পরে একবার উপাচার্যের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। শেষে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র বিশ্বভারতী ক্ষেত্রটিকেই বিশ্ব হেরিটেজ তকমা দেওয়ার প্রস্তাব সামনে আনেন। জহরবাবু বলেন, "এই তকমার পর এখন কিন্তু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উপরই এর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল।"

Copyright © 2023 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved.